|  |
| --- |
| **যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১** **দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব:** দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুব সমাজ। বিপুল এ জনগোষ্ঠী দেশের উন্নয়নের জন্য মূল্যবান সম্পদ। যুব সমাজ সর্বাপেক্ষা সৃজনশীল ও উৎপাদনক্ষম শক্তি হওয়ায় তাদের কর্মস্পৃহা দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব। যুব সমাজের অমিত শক্তি ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দক্ষ যুবশক্তি বিনির্মানের মধ্য দিয়ে তাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অন্যদিকে, আধুনিক বিশ্বে ‘ক্রীড়া’ দেশের সার্বিক উন্নয়নের বার্তা বহন ও সুনাম অর্জনের অন্যতম মাপকাঠি। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে ক্রীড়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য। জেন্ডার সমতা আনয়নের ক্ষেত্রেও ক্রীড়ার ভূমিকা অপরিসীম। সুপরিকল্পিত ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীদের পরিপূর্ণ শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সম্ভব। ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়, যার ফলশ্রুতিতে নারীর মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলির সঞ্চার করে। এভাবে নারী ক্ষমতায়নের পথ প্রসারিত হয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের সকল সক্ষম নাগরিক যেন ক্রীড়া কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে সে লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে নারীদের খেলাধুলায় সম্পৃক্ত করে এ মন্ত্রণালয় নারী উন্নয়ন ও নারী মুক্তিতে ব্যাপক অবদান রাখছে।

**১.২** **Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট:** যুবদের প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন ও কল্যাণমুখী যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি এবং তাদের জাতীয় উন্নয়নের মূলধারার সাথে সম্পৃক্তকরণ এবং বেকার যুবদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং উন্নয়নমূলক কাজে যুবদের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণে উৎসাহিতকরণ, সফল যুব উদ্যোক্তাদের পুরস্কার প্রদান ও যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদানে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রতিভা অন্বেষণ, গ্রামাঞ্চলে ক্রীড়া পরিবেশ সৃষ্টি ও দক্ষ ক্রীড়াবিদ তৈরীকরণে এ মন্ত্রণালয় বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

**২.০ যুব ও ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা**

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ বাংলাদেশের প্র্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, জাতীয় যুব নীতি ২০১৭ এবং জাতীয় ক্রীড়া নীতি ১৯৯৮ সহ সরকারের বিভিন্ন নীতিসমূহে যুব সমাজকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সব নীতি কৌশলে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যুবদের শারীরিক ও বৃদ্ধিবৃত্তিক ঊৎকর্ষ সাধনরে মাধ্যমে তাদের পূর্ণ শক্তিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্রীড়াঙ্গনে নারীদের অংশগ্রহণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে নারীর জন্য ক্রীড়া অবকাঠামোগত সুবিধার উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। যুবমহিলাদের বিরুদ্ধে সকল ধরণের বৈষম্য (Bias) দূর করার নিমিত্ত সরকারের নারীর ক্ষমতায়ন কৌশল ও নীতি বাস্তবায়নসহ জাতীয় জীবনের সকল পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণের জন্য যুবনারীকে সক্ষম করে গড়ে তোলায় এ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সকল বিভাগীয় শহরে ক্রীড়া কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। সকল ধরণের খেলায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণপূর্বক তাদের নিরবিচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের 8.6: কর্মে, শিক্ষায় বা প্রশিক্ষণে নিয়োজিত নয় এমন যুবদের অনুপাত ২০২০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কমিয়ে আনার বিষয় উল্লেখ আছে। জাতীয় যুব নীতিতে যুব শ্রেণিসহ সমগ্র জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ নীতি অনুযায়ী ১৮-৩৫ বছরের বয়সসীমার মধ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশী নাগরিক যুব বলে গণ্য। এছাড়াও জাতীয় যুব নীতি-২০১৭-এর ৮.৩.২১ নম্বর অনুচ্ছেদে যুবনারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ১০.৪.৫ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সমাজের সর্বত্র যুবনারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ১০.৪.৬ নম্বর অনুচ্ছেদে সব ধরনের পরিবহনে যুবনারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যুব ও ক্রীড়া নীতিকে নারীবান্ধব নীতি হিসেবে প্রণয়নের প্রয়াস নিয়েছে। জাতীয় ক্রীড়া নীতিমালা, ১৯৯৮ এর ২.৩ ও ২.১০ নম্বর অনুচ্ছেদে ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীর বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সর্বস্তরের ক্রীড়া সংগঠন এবং ক্রীড়া নেতৃত্বে মহিলাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

3.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ

* **দক্ষ, উৎপাদনক্ষম ও সচেতন যুব সমাজ গঠন:** গত তিন *অর্থবছরে প্রায় 3,80,592 জন যুব মহিলাকে হাউজকিপিং, সেলাই, গবাদি পশু পালন, নার্সারী পরিচালনা, ব্লক-বাটিক ও প্রিন্টিং, বাঁশ-বেতের কাজ, নকশিকাঁথা ও হাঁস-মুরগি পালনসহ বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে 24,278 জন যুব মহিলার আয়ের সুযোগ সৃষ্টি* হয়েছে। দক্ষ, উৎপাদনক্ষম ও সচেতন যুবসমাজ গঠনের লক্ষ্যে সমাজ সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে যুব সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে সরকার দেশের ৬৪টি জেলা এবং ১০টি মেট্রোপলিটন থানা ও ৪৮৮টি উপজেলায় প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণ করে স্বাবলম্বীকরণ, যুব ঋণ প্রদান, দারিদ্র্য বিমোচন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম যথা পরিবেশ উন্নয়ন, রক্তদান কর্মসূচি, ইভটিজিং রোধ ও এইচআইভি/ এইডস প্রতিরোধের জন্য কাজ করছে। মহিলাদের আইনী অধিকার, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করার মাধ্যমে যুব নারীরা ক্ষমতায়িত হবে এবং যুবকদের পাশাপাশি যুব মহিলারাও এ ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পাওয়ায় তাদের ক্ষমতায়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এছাড়া, যুব মহিলারা ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিতে সমান সুযোগ পাওয়ায় তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান হয়েছে।
* **ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও বিকাশ:** তৃণমূল পর্যায় হতে নারী ক্রীড়া প্রতিভা চিহ্নিত করে বয়সভিত্তিক বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গত ৩ বছরে 34,500 জন দক্ষ ক্রীড়াবিদ গড়ে তোলা হয়েছে। জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তার ৩২টি শূন্য পদে ৯ জন এবং প্রভাষকের ২৬টি শূন্য পদে ৬ জন নারীকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এতে ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়বে। এ ছাড়া 450 জন বয়স্ক ও দুস্থ নারী ক্রীড়াবিদকে ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ক্রীড়া অনুদান ও খেলার সরঞ্জাম বিতরণ ক্রীড়াক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করবে এবং আয় বৃদ্ধির পথ সুগম হবে।

4.০ মন্ত্রণালয়ের **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

| **ক্রমিক নং** | **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- | --- |
| **১** | **২** | **৩** |
| **১.** | **বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ, ঋণ ও কর্মসংস্থান** | * মধ্যমেয়াদে প্রশিক্ষিত যুব মহিলাদেরকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ফলে কমপক্ষে ৪৮,১৫০ জন যুব মহিলাদের আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এছাড়া, ৫,১০,০০০ জন যুব মহিলাদের হাউজ কিপিং, সেলাই, গবাদি পশু পালন, নার্সারি, ব্লক-বাটিক ও প্রিন্টিং, বাঁশ-বেতের কাজ, নকশীকাঁথা, ফ্যাশনেবল কম্বল তৈরি, ফ্যাশন ডিজাইনিং, সু-মেকিং ও হাঁস-মুরগি পালনসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা হবে; যা নারীদের দারিদ্র্য বিমোচনে ও ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। ফলে, তা সমাজে স্থিতিশীলতা ও বৈষম্য নিরসণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
 |
| ২. | ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি | * এইচ.এস.সি. ও তদূর্ধ্ব শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ২৪-৩৫ বছর বয়সী যুব/যুব মহিলাদের ২ বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১০টি প্রশিক্ষণ মডিউল এর ওপর ৩ মাস মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর তাদেরকে ২ বছরের জন্য অস্থায়ীভাবে জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমে নিয়োগ করা হচ্ছে।
* ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশের অনগ্রসর এলাকার নারীদের কম্পিউটার, তথ্য প্রযুক্তি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে, যা তাদের অর্থনীতির মূল স্রোতের সাথে যুক্ত করতে সহায়তা করছে। আধুনিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত হয়ে নারীরা দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরিত হচ্ছে। এ সকল প্রশিক্ষণ নারী পুরুষের সমতা আনয়নে সহায়তা করছে।
 |
| ৩. | বয়সভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও অসচ্ছল ক্রীড়াবিদদের অনুদান প্রদান | * তৃণমূল পর্যায় হতে নারী ক্রীড়া প্রতিভা চিহ্নিত করে বয়সভিত্তিক বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষ ক্রীড়াবিদ হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এতে ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়বে। এছাড়া, ১,৩৩০ জন (কম/বেশি) বয়স্ক ও দুস্থ নারী ক্রীড়াবিদকে ভাতা প্রদান করা হবে। ক্রীড়া অনুদান ও খেলার সরঞ্জাম বিতরণ ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করবে এবং তাদের আয় বৃদ্ধির পথ সুগম করবে।
 |
| ৪. | স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন-অংশগ্রহণ | * জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মহিলা দলের অংশগ্রহণ যুব মহিলাদের মাঝে দেশব্যাপী ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। মহিলা ফুটবল দল, মহিলা ক্রিকেট দল এবং অন্যান্য ইভেন্টে নারীরা অংশগ্রহণ করে বিদেশ ভ্রমণ করছে। যা নারীর নিজের এবং তার পরিমন্ডলে নারী মুক্তি ও জাগরণে ধনাত্মক প্রভাব ফেলছে।
* ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট, জিমনাসটিক্স, সাঁতার, কাবাডি, আর্চারী ইত্যাদি খেলায় মহিলা ক্রীড়াবিদ সৃষ্টি হয়েছে। সমগ্র দেশে নারীদের মাঝে ক্রীড়াবিদ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা ও ক্রীড়ায় অংশগ্রহণে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে।
 |
| ৫. | যুব ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন | * যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের মাধ্যমে নারীদের ক্রীড়ায় অংশগ্রহণের পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে “ঢাকাস্থ ধানমন্ডি সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের অধিকতর উন্নয়ন” এবং “বিকেএসপি’র প্রমিলা প্রশিক্ষণার্থীদের ক্রীড়ার মান উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল কেন্দ্র দক্ষ মহিলা ক্রীড়াবিদ তৈরীতে ভূমিকা রাখছে। সমাজে নারীদের সর্বস্তরে অংশগ্রহণের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।
 |

**5.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

**5.১ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ**

| **দপ্তর** | **কর্মকর্তা** | **কর্মচারী** |
| --- | --- | --- |
| **২০২1-২2** | **২০২2-২3** | **২০২1-২2** | **২০২2-২3** |
| **পুরুষ** | **নারী** | **পুরুষ** | **নারী** | **পুরুষ** | **নারী** | **পুরুষ** | **নারী** |
| সচিবালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় | ৩৭ | ১১ |  |  | ৩০ | ৪ |  |  |
| যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর | ৬৭৮ | ১৩৬ |  |  | ৩০২৬ | ৩৮৩ |  |  |
| ক্রীড়া পরিদপ্তর | ১০২ | ২০ |  |  | ২৫৩ | ৩৭ |  |  |
| জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | ৩৩ | ৭ |  |  | ২১৩ | ১৫ |  |  |
| বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) | ১০১ | ১৯ |  |  | ২০২ | ১০ |  |  |
| শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট | ২ | ০ |  |  | ০ | ০ |  |  |
| বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন | ৩ | ০ |  |  | ০ | ০ |  |  |
| সর্বমোট | ৯৫৬ | ১৯৩ |  |  | ৩৭২৪ | ৪৪৯ |  |  |

**5.২ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারী উন্নয়নে ব্যয়**

(কোটি টাকায়)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | **সংশোধিত 2022-২3** | **বাজেট 2022-২3** | **প্রকৃত 2021-22** |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**6.০ গত তিন বছরে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (K.P.I.) সমূহের অর্জন**

| **ফলাফল নির্দেশক** | **পরিমাপের একক** | **প্রকৃত অর্জন** |
| --- | --- | --- |
| **২০১8-১9** | **২০১9-20** | **২০20-21** |
| **১** | **২** | **৩** | **৪** | **৫** |
| **১. ন্যশনাল সার্ভিস কর্মসূচিতে নারীর অংশগ্রহণ** | **%** | **৫১** | **50** |  |
| **২. স্নাতক পর্যায়ে শারীরিক শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ** | **১৬.৫৫** | **17.00** |  |

৭.০ **বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

৭.১ **বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র**

| **ক্রমিক নং** | **নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলি** | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- |
| ১. | প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী যুব নারীদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃজনে আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধিকরণ। বাল্যবিবাহ রোধ, যৌতুক প্রথা বিরোধী কার্যক্রম, ইভটিজিং, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী জনসচেতনতামূলক কর্মসূচিসহ মাদকদ্রব্যের কুফল ও এর অপব্যবহার সংক্রান্ত সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজনে যুব নারী সংগঠনকে প্রণোদনা প্রদান এবং আর্থিক অনুদান বৃদ্ধিকরণ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলা এবং ১০টি মেট্রোপলিটন থানা ও ৪৮৮টি উপজেলায় প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণ করে স্বাবলম্বীকরণ, যুব ঋণ প্রদান, দারিদ্র্য বিমোচন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম যথা পরিবেশ উন্নয়ন, রক্তদান কর্মসূচি, ইভটিজিং রোধ ও এইচআইভি/ এইডস প্রতিরোধের জন্য কাজ করছে। বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এলাকায় পর্যায়ক্রমে বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও দরিদ্র মহিলাদের সমন্বয়ে যুব নারী সংগঠন করা হয়েছে এবং কার্যক্রমটি চলমান আছে। |
| ২. | ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটিতে নারীর সমতাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা | জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটিতে নারীর সমতাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার কার্যত্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। |
| ৩. | ক্রীড়াঙ্গণে নারীর অংশগ্রহণের জন্য ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল, ব্যাডমিন্টন, সাঁতার, দাবা, রাগবি, জিমন্যাস্টিকস, টেবিল টেনিস এবং অ্যাথলেটিকস ও গ্রামীণ খেলার আয়োজন করত ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীর অজর্নের স্বীকৃতিস্বরূপ সনদ ও পুরস্কার প্রদান করা | ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে উল্লেখিত খেলার আয়োজন করত নারীর অজর্নের স্বীকৃতিস্বরূপ সনদ ও পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। |
| ৪. | ক্রীড়াক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে নারীদের জন্য গৃহীত কমিউনিটিভিত্তিক ক্রীড়া কার্যক্রমে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা | নারীদের জন্য গৃহীত কমিউনিটিভিত্তিক ক্রীড়া কার্যক্রমে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হচ্ছে। |
| ৫. | মেয়েদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে জেলা ক্রীড়া অফিসের ক্রীড়া কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী নারী ক্রীড়াবিদদের ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রদান করা | জেলা ক্রীড়া অফিসের ক্রীড়া কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী নারী ক্রীড়াবিদদের ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রদানের সুবিধা ক্রমেই সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। |
| ৬. | ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকল্পে উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট খাতে ৩০% বরাদ্দ বৃদ্ধি | ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকল্পে উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট খাতে বর্তমানে ৬.৬% বরাদ্দ থাকলেও পর্যায়ক্রমে ৩০% বরাদ্দ বৃদ্ধি হবে। |
| ৭. | প্রত্যেক ক্রীড়া কমপ্লেক্সে নারীবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ নিশ্চিতকরণ (ড্রেসিং রুম, ওয়াশ রুম, ডে-কেয়ার) | প্রত্যেক ক্রীড়া কমপ্লেক্সে নারীবান্ধব অবকাঠামো ড্রেসিং রুম, ওয়াশ রুম, ডে-কেয়ার নির্মাণ করা হচ্ছে। |
| ৮. | প্রত্যেক ক্রীড়া কমপ্লেক্সে মহিলা ক্রীড়া প্রশিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিতকরণ | প্রত্যেক ক্রীড়া কমপ্লেক্সে মহিলা ক্রীড়া প্রশিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। |

৭.২ **বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

* **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** ন্যাশনাল সার্ভিসের আওতায় বিগত তিন বছরে 2018-19, 2019-20 ও 2020-21 অর্থবছরে 37,584 জন যুব মহিলাদের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া 2018-19, 2019-20 ও 2020-21 অর্থবছরে হাউজ কিপিং বিষয়ে 397 জন যুবনারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যারা সকলেই বিদেশে কর্মরত আছে। এছাড়া, ৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত করা হচ্ছে।
* **যুবনারী সংগঠন** **সৃষ্টি:** যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক তালিকাভুক্ত ১৮,৪৫৮টি যুব সংগঠনের মধ্যে ১২১০টি ও নিবন্ধন/স্বীকৃতিপ্রাপ্ত 5,258টি যুব সংগঠনের এর মধ্যে 560টি যুব সংগঠন নারী দ্বারা পরিচালিত এবং এসব সংগঠন নারী অধিকার নিয়ে কাজ করছে।
* **প্রমিলা প্রশিক্ষণার্থীদের ক্রীড়ার মান উন্নয়ন:** যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ‘ঢাকাস্থ ধানমন্ডি সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের অধিকতর উন্নয়ন’ এবং ‘বিকেএসপি’র প্রমিলা প্রশিক্ষণার্থীদের ক্রীড়ার মান উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের কারণে মহিলা ফুটবল দল, মহিলা ক্রিকেট দল এবং অন্যান্য ইভেন্টে নারীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পদক অর্জনে সফলতার স্বাক্ষর রাখছে। মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ দল ওয়ান ডে স্ট্যাটাস অর্জন করেছে।

**৭.৩ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রমে নারীর সাফল্যগাঁথা**

|  |
| --- |
| **আত্মকর্মসংস্থানে সফল একজন নারীর জীবনগাঁথা** বেগম রিমা আক্তার তিন ভাই বোনের সংসারে ৩য়। বাবা মায়ের ইচ্ছে ছিলো তিনি সরকারি চাকুরিজীবী হবেন কিন্তু তাঁর ইচ্ছে ছিল ভিন্ন। তিনি এমন কিছু করতে চেয়েছেন যেখানে নিজে আয় করবেন, সেই সাথে অসংখ্য মানুষকে আয়ের সুযোগ করে দিতে পারবেন। শৈশব থেকে হাতের কাজের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিলো অনেক বেশি। এইচ.এস.সি পাশ করার পর পড়াশুনার পাশাপাশি নিজে উপার্জনমূলক কিছু করতে ইচ্ছে পোষণ করলে তাঁর মা তাতে রাজি হননি কিন্তু তিনি পিছু না হটে পরিকল্পনা আরো দৃঢ় করেন। তিনি ২০১৬ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয় থেকে সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ২ লক্ষ টাকা জোগাড় করে আত্নকর্মের পথ চলা শুরু করেন। ২০১৭ সালে উন্নয়ন মেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর- এর স্টলে তিনি অংশগ্রহণ করেন। সব পণ্য বিক্রয় ছাড়াও প্রায় লক্ষ টাকার অর্ডার পান। পণ্য উৎপাদনের জন্য কর্মী সংখ্যাও বাড়াতে হয়। ধীরে ধীরে তাঁর মূলধন বাড়তে থাকে। বর্তমানে রিমি ফ্যাশন এর নিজস্ব শোরুম, কারখানা এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছাড়াও রিমি গ্লামার ওয়ার্ল্ড নামে একটি বিউটি পালার রয়েছে। তাঁর বর্তমান মূলধন ৩০ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা এবং বার্ষিক নীট আয় ১২ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। মিজ রিমা আক্তার এর প্রকল্পে ৩৩ জনের কর্মের সংস্থান হয়েছে। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় স্থানীয়ভাবে ২৭ জন আত্মকর্মী হয়েছেন। তিনি আত্মকর্মী গড়ে তোলার প্রয়াসে কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রায় ১ হাজার নারীকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। কর্মসংস্থান ও আত্নকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি সামাজিক নানা কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। তিনি করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ, যৌতুক, বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক উঠান বৈঠক, বৃক্ষরোপণ, বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, মাস্ক বিতরণ, টিকা নিবন্ধন কার্যক্রম ইত্যাদি সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করছেন। কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্নকর্মসংস্থানে গৌরব্যেজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল আত্মকর্মী রিমা আক্তারকে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২১ প্রদান করা হয়।যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি এর নিকট হতে ১ম স্থান অধিকারী জনাব রিমা আক্তার জাতীয় যুব পুরষ্কার ২০২১ গ্রহণ করেছেন। |

**৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে** চ্যালেঞ্জ**সমূহ**

* নারী উন্নয়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্নকর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত করা এবং খেলাধুলায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা প্রধান। সামাজিক ও ধর্মীয় রক্ষনশীলতার কারণে আমাদের সমাজের বড় একটি অংশ গৃহকর্মের বাইরে অন্য কোন কাজে নারীর সম্পৃক্ততায় অনাগ্রহী।
* বাল্য বিবাহও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নারী সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এছাড়া পুঁজি ও শিক্ষার অভাব, পুরুষ সহকর্মী বা ব্যবসায়িক অংশীদারদের আস্থাহীনতা, অসহযোগিতা বা সংকোচ নারী উন্নয়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্তরায় হিসাবে কাজ করে।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

* প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী যুব নারীদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃজনে আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধিকরণ। বাল্যবিবাহ রোধ, যৌতুক প্রথা বিরোধী কার্যক্রম, ইভটিজিং, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী জনসচেতনতামূলক কর্মসূচিসহ মাদকদ্রব্যের কুফল ও এর অপব্যবহার সংক্রান্ত সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজনে যুব নারী সংগঠনকে প্রণোদনা প্রদান এবং আর্থিক অনুদান বৃদ্ধিকরণ;
* ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটিতে নারীর সমতাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা;
* ক্রীড়াঙ্গণে নারীর অংশগ্রহণের জন্য ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, তায়কান্দো, ভলিবল, হ্যান্ডবল, ব্যাডমিন্টন, সাঁতার, দাবা, রাগবি, জিমন্যাস্টিকস, টেবিল টেনিস এবং অ্যাথলেটিকস ও গ্রামীণ খেলার আয়োজন করত ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীর অজর্নের স্বীকৃতিস্বরূপ সনদ ও পুরস্কার প্রদান করা;
* ক্রীড়াক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে নারীদের জন্য গৃহীত কমিউনিটিভিত্তিক ক্রীড়া কার্যক্রমে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা;
* মেয়েদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে জেলা ক্রীড়া অফিসের ক্রীড়া কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী নারী ক্রীড়াবিদদের ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রদান করা;
* ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকল্পে উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট খাতে ৩০% বরাদ্দ বৃদ্ধি;
* প্রত্যেক ক্রীড়া কমপ্লেক্সে নারীবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ নিশ্চিতকরণ (ড্রেসিং রুম, ওয়াশ রুম, ডে-কেয়ার)।